সমকাল

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

মঙ্গলবার জবি ছাত্ররা হল উদ্ধারের দাবিতে সমবায় ব্যাংকের জমি দখল করে নিজস্ব সাইনবোর্ড লাগাচ্ছেন ■ সমকাল

জবিতে হল উদ্ধার আন্দোলন

সমবায় ব্যাংকের জমি দখল করে টিএসসি ঘোষণা

■ জবি সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হল উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে সমবায় ব্যাংকের খালি জমি দখল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অস্থায়ী টিএসসি' লিখে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত নাজিমউদ্দিন হলের জায়গা। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখাটিতেও তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে 'বঙ্গবন্ধু একাডেমিক ভবন' ব্যানার লাগানো হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশের লালবাগ জোনের ডিসি হারুন ও কোতোয়ালি থানার ওসিকে অপসারণের দাবিতে ক্লাস বর্জন ও মানববন্ধন করেছেন শিক্ষকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখা স্থানান্তরের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখাটিতে তালা ঝুলিয়ে সেখানে বঙ্গবন্ধু একাডেমিক ভবনের নামে একটি ব্যানার টাঙিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় সড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

সমবায় ব্যাংকের জমি দখল করে টিএসসি ঘোষণা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের সামনে সমবায় ব্যাংকের খালি জায়গাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত নাজিমউদ্দিন হলের দাবি করে সেখানকার প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়। সেখানে ফুটপাতে থাকা কয়েকটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। সদরঘাট ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে সেই জায়গাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন (টিএসসি) বলে ঘোষণা দেন হল উদ্ধার আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক শরীফুল ইসলাম ও সদস্য সচিব সিরাজুল ইসলাম।

বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় দায়িত্বরত কয়েকজন পুলিশ সদস্য তেড়ে আসতে চাইলে শিক্ষার্থীরা তাদের ধাওয়া করেন। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা ঢাকা দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লে শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে শিক্ষার্থীরা ফিরে এসে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখায় ইট ছোড়েন। ব্যাংকের প্রধান ফটক অবরোধকালে বাইরে থেকে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। আবার ভেতর থেকেও কেউ বাইরে বের হতে পারেনি। ক্যাম্পাস থেকে রায়সাহেব বাজার মোড় পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিভিন্ন স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। এতে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সদরঘাট-গুলিস্তান সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। দুর্ভোগের শিকার হন পথচারীরা।

এর আগে সকাল ১১টার দিকে ক্লাস বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে শিক্ষক সমিতি। সমাবেশে শিক্ষকরা বলেন, বেদখল হওয়া হলসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ে ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে টানা আন্দোলন চলছে। সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেলেও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। তাই কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাবে শিক্ষক সমিতি। পরে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শরিক হন। এ সময় অধ্যাপক আলী আককাস বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিচার না হলে ক্লাস বর্জন আন্দোলন চলবে।

হল উদ্ধার কমিটির জরুরি সভা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির এক জরুরি সভা গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ওই সভায় স্থানীয় সাংসদ ও কমিটির আহ্বায়ক কাজী ফিরোজ রশীদ, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, শিক্ষক প্রতিনিধি ও ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন। কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন একজন ছাত্রনেতা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারে তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দ্রুততার সঙ্গে কাজ করবে। উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, বাংলাবাজারের 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব' ছাত্রী হল নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া আগামী মাসেই শুরু হবে। দ্রুত ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানান তিনি।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বতন্ত্র সাংসদ হাজি মো. সেলিমের দখলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বত হল উদ্ধার করতে গেলে ২৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে প্রায় ৩০০ শিক্ষক-শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনার জন্য পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার হারুন অর রশিদ ও কোতোয়ালি থানার ওসি মনিরুজ্জামানকে দায়ী করে তাদের প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।